অভিযাত্রী

বার্ষিক ম্যাগাজিন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ

BRAHMANBARIA MEDICAL COLLEGE

GHATURA, BRAHMANBARIA, BANGLADESH. | +880 17 33 38 23 17
www.bmchbd.com bbariamedicalcollege@gmail.com facebook.com/bmchbdltd

Establishment
In the year 2013

Approval
Ministry of Health & Family Welfare,
Government of the People's Republic of Bangladesh

Affiliation
Chattagram Medical University

Recognization
Bangladesh Medical & Dental Council (BM&DC)

bmchbd.com

Vision

Brahmanbaria Medical College envisions becoming a leading center of excellence in health education- committed to advancing healthcare innovation, fostering community well-being, and contributing to a sustainable, healthier world.

Mission

1. Deliver Excellence in Medical Education: To provide transformative and evidence-based medical education that nurtures compassionate, competent, and ethically grounded health care professionals capable of meeting global health challenges.

2. Advance Research, Innovation, and Discovery: To foster a culture of intellectual curiosity and innovation that drives pioneering research, advances medical knowledge, and contributes to improved patient outcomes.

3. Ensure Clinical and Professional Distinction: To uphold the highest standards of clinical practice, professionalism and integrity through continuous learning and quality improvement.

4. Strengthen Global and National Partnerships: To cultivate meaningful collaborations with national and international academic institutions, healthcare systems and industries to enhance education, research, and healthcare delivery.

5. Promote Community Health and Social Responsibility: To engage in community-centered initiatives that promote public health awareness, equitable healthcare access, and sustainable development.

6. Empower Future Leaders in Medicine: To inspire and develop visionary leaders equipped with critical thinking, empathy, and a lifelong commitment to service in the medical and health sciences.

সূচীপত্র

সম্পাদনা	০১
বাণী	০২
সম্পাদকীয়	০৬
প্রিয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রাচীন ইতিহাস	০৭
ইসলামের স্বর্ণযুগ-চিকিৎসা বিজ্ঞানের............	১০
স্মৃতির পাতায়	১২
বাবার চিঠি	১৩
My Medical College : Some......	১৫
Medical Facts	১৬
ফাইলপত্রের আড়ালে এক টুকরো সাফল্য	১৮
অচেনা জবা ফুল	২০
কবিতা	২১
পাবলিকেশন্স	২৪
আর্ট গ্যালারি	২৫
দেয়ালিকা	২৬
ফটো গ্যালারি	২৭
Celebrating Excellence	২৮

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

অভিযাত্রা

অভিযাত্রা
বার্ষিক ম্যাগাজিন
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ
BRAHMANBARIA MEDICAL COLLEGE
GHATURA, BRAHMANBARIA, BANGLADESH.
www.bmchbd.com
bbariamedicalcollege@gmail.com

অভিযাত্রা

পৃষ্ঠপোষকতা

ডাঃ মোঃ আবু সাঈদ
চেয়ারম্যান
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

উপদেষ্টা

ডাঃ নওশিন নাওয়ার
পরিচালক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

জনাব সাইমুম সাইরাস
পরিচালক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

সার্বিক ব্যবস্থাপনা

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ জাকিউর রহমান
অধ্যক্ষ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

সম্পাদনায়

ডাঃ সানিয়াদ আহমেদ সাকিন
সহযোগী অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি এন্ড থেরাপিউটিক্স বিভাগ
আহ্বায়ক, ম্যাগাজিন কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আরিফুর রহমান
অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ
যুগ্ম আহ্বায়ক, ম্যাগাজিন কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ

ডাঃ শৌভিক চাকমা
সহকারী অধ্যাপক, এনাটমি বিভাগ
সদস্য সচিব, ম্যাগাজিন কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ

মোঃ ফয়সাল উদ্দিন ভূইঁয়া
কো-অর্ডিনেটর, বিদেশী শিক্ষার্থী শাখা
সদস্য, ম্যাগাজিন কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ

বাণী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা নিশ্চিত করা, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দক্ষ চিকিৎসক গড়ে তোলা এবং এ অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। আজ এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ম্যাগাজিন প্রকাশ সেই লক্ষ্যপূরণের পথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল পাঠ্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, চিন্তাশীলতা ও নেতৃত্বের বিকাশেও এর ভূমিকা অপরিসীম। এই ম্যাগাজিন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলের চিন্তা, গবেষণা, সাহিত্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক মননের প্রতিফলন ঘটাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই ম্যাগাজিন ভবিষ্যতেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের গৌরবোজ্জ্বল পথচলার দলিল হয়ে থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের বিকাশে অনুপ্রেরণার উৎস হবে।

পরিশেষে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি এবং এই ম্যাগাজিনের ধারাবাহিকতা ও সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করি।

ধন্যবাদান্তে,

ডাঃ মোঃ আবু সাঈদ
প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ

বাণী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের প্রথম ম্যাগাজিন প্রকাশ উপলক্ষে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এই ম্যাগাজিন মূলত আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীদের চিন্তা, অনুভূতি, সৃজনশীলতা ও প্রতিভার একটি উজ্জ্বল প্রকাশ।

মেডিকেল শিক্ষাজীবন শুধু পাঠ্যবই, পরীক্ষা কিংবা ক্লিনিক্যাল দক্ষতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একজন পরিপূর্ণ চিকিৎসক হয়ে উঠতে হলে মানবিকতা, শিল্পবোধ, সাহিত্যচর্চা ও সমাজ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি থাকা অত্যন্ত জরুরি। এই ম্যাগাজিন শিক্ষার্থীদের সেই বহুমাত্রিক বিকাশের একটি সুন্দর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এই প্রথম সংখ্যাটি প্রমাণ করে যে আমাদের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখি, শিল্পকলা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সমানভাবে সচেতন ও সক্রিয়। তাদের এই উদ্যোগ ও সৃজনশীল প্রচেষ্টা আমাকে ভীষণভাবে আশাবাদী করে তুলেছে। ম্যাগাজিন প্রকাশে যেসব শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সবাই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, বিশেষ করে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের এই উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরও অনুপ্রাণিত করবে।

আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি, এই ম্যাগাজিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে এবং তাদের মেধা ও মননের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
সকল শিক্ষার্থীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সাফল্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ডাঃ নওশিন নাওয়ার
পরিচালক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

বাণী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের প্রথম ম্যাগাজিন প্রকাশ একটি গর্বের ও আনন্দের মুহূর্ত। এই ম্যাগাজিন আমাদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সৃজনশীলতা, মানবিক মূল্যবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার প্রতিফলন যা একটি আদর্শ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মৌলিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

একটি মেডিকেল কলেজ কেবল চিকিৎসা শিক্ষাদানের কেন্দ্র নয়; এটি মানবিকতা, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গঠনের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। এই ম্যাগাজিনে অন্তর্ভুক্ত লেখা, কবিতা, গবেষণাভিত্তিক প্রবন্ধ ও সৃজনশীল উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীলতা ও মানসিক বিকাশের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে যা ভবিষ্যতের আদর্শ চিকিৎসক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এই প্রথম সংখ্যাটি সফলভাবে প্রকাশে যাঁরা নিরলস পরিশ্রম করেছেন সম্পাদনা পরিষদ, শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাদের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজকে একটি মানসম্মত ও যুগোপযোগী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে।

এই ম্যাগাজিনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এই প্রত্যাশা রেখে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

ধন্যবাদান্তে,

সাইমুম সাইরাস
পরিচালক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

বাণী

অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের প্রথম প্রকাশিত ম্যাগাজিনটির শুভ সূচনা উপলক্ষে আমার অনুভূতি প্রকাশ করছি।

একটি মেডিকেল কলেজ কেবল দক্ষ চিকিৎসক তৈরির কারখানা নয়; বরং এটি মানবিকতা, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বের বিকাশের একটি উর্বর ক্ষেত্র। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের কলেজের প্রথম ম্যাগাজিন প্রকাশ শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই ম্যাগাজিনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলের চিন্তা-ভাবনা, সাহিত্যচর্চা, গবেষণাধর্মী লেখা ও সৃজনশীল কাজের প্রতিফলন ঘটবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন জ্ঞানচর্চার বাইরে নিজেদের মননশীলতা প্রকাশের সুযোগ পাবে, তেমনি একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ একাডেমিক পরিবেশ গড়ে উঠবে।

এই প্রথম ম্যাগাজিন প্রকাশে যারা নিরলসভাবে কাজ করেছেন সম্পাদকমণ্ডলী, লেখকবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সবার প্রতি আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই ম্যাগাজিন ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের গৌরবময় ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল হয়ে থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, চিন্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

পরিশেষে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের সার্বিক অগ্রগতি কামনা করছি এবং এই ম্যাগাজিনের ধারাবাহিক সাফল্য প্রত্যাশা করি।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ জাকিউর রহমান
অধ্যক্ষ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

সম্পাদকীয়

অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের প্রথম ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এটি আমাদের প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় মাইলফলক। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেবল পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জ্ঞানচর্চা, সৃজনশীলতা, সাহিত্যসংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশই একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার মূল ভিত্তি। এই ম্যাগাজিন সেই ধারাবাহিক প্রয়াসেরই প্রতিফলন।

এই প্রকাশনায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট সকলের চিন্তা, অনুভূতি, সাহিত্যকর্ম, গবেষণামূলক লেখা ও সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এটি আমাদের প্রতিভা, ঐক্য ও অগ্রযাত্রার দলিল হিসেবে ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এই ম্যাগাজিন প্রকাশনার পেছনে যাঁরা নিরলস পরিশ্রম করেছেন ম্যাগাজিন কমিটির সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত লেখকগণ, উপদেষ্টামণ্ডলী এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতাকারী সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কলেজ প্রশাসনের প্রতি, যাঁদের সার্বিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

আশা করি, এই প্রথম প্রকাশনা ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ, নিয়মিত ও মানসম্মত ম্যাগাজিন প্রকাশনার পথ সুগম করবে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের সুনাম দেশজুড়ে ছড়িয়ে দেবে।
পরিশেষে, এই উদ্যোগের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ডাঃ সানিয়াদ আহমেদ সাকিন
সহযোগী অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি এন্ড থেরাপিউটিক্স বিভাগ
ও আহ্বায়ক, ম্যাগাজিন কমিটি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ

প্রিয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রাচীন ইতিহাস

আসুন আজ ইতিহাসের খেরোখাতা একটু ঘাটাঘাটি করি আর জেনে নেই আমাদের অতি প্রিয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সৃষ্টির ইতিহাস। সবকিছুই জন্ম হয়, এবং তার থাকে ইতিহাস, ঐতিহ্য। প্রিয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ারও রয়েছে সৃষ্টির রোমাঞ্চকর ইতিহাস। তাহলে চলুন ঘুরে আসি অতীত থেকে।

প্রাচীন যুগে বাংলা, বর্তমানের বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ, কোনো একক ও অখণ্ড রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। বাংলার বিভিন্ন অংশ তখন অনেকগুলো ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আর প্রতিটি অঞ্চলের শাসক যার যার মতো শাসন করতেন। বাংলার এ অঞ্চলগুলোকে তখন সমষ্টিগতভাবে নাম দেয়া হয় জনপদ। চতুর্থ শতক হতে গুপ্ত যুগ, গুপ্ত পরবর্তী যুগ, পাল, সেন প্রভৃতি আমলের উৎকীর্ণ শিলালিপি ও সাহিত্য গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর নাম পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রাচীন বাংলার সমতট নামক জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমতট ছিল বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ অংশ (কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল) নিয়ে গঠিত একটি প্রাচীন জনপদ।

প্রাচীন জনপদ

'ব্রাহ্মণবাড়িয়া' নামের উৎপত্তি নিয়ে প্রধান দুটি মত প্রচলিত, যার মূলে রয়েছে "ব্রাহ্মণ" ও "বাড়ি" শব্দদ্বয়। অন্যতম প্রধান মতানুসারে, সেন বংশের শাসনামলে আদিসূর কর্তৃক কনৌজ থেকে আনীত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ পরিবারগুলো এখানে বসতি স্থাপন করলে স্থানটি ' ব্রাহ্মণবাড়িয়া" নামে পরিচিতি পায়।

আরেকটি মতানুসারে হযরত কাংত্রী মাহমুদ শাহ (রহ)-এর প্রভাবে ব্রাহ্মণরা এলাকা ছেড়ে চলে গেলে 'ব্রাহ্মণ-বেড়িয়া' থেকে কালক্রমে এ নামের উৎপত্তি হয়। জন্মের পর থেকে আমরা কখনো ছিলাম সরাইল নামে প্রচলিত আবার কখনও নাসিরনগর। কখনো আবার অধীনস্ত ছিলাম ময়মনসিংহের বা কখনো কুমিল্লা তথা ত্রিপুরার। চলুন বিস্তারিত আলোচনায়।

১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আমার আপনার সবার প্রিয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা। এর পূর্বে এই জেলা কুমিল্লা (পুরাতন নাম টিপরা) জেলার অন্তর্ভক্ত ছিল। তবে আরও আশ্চর্যের বিষয় হল ১৮৩০ সালের পূর্বে সরাইল পরগণা নামে পরিচিত ছিল এই জেলা, যা ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

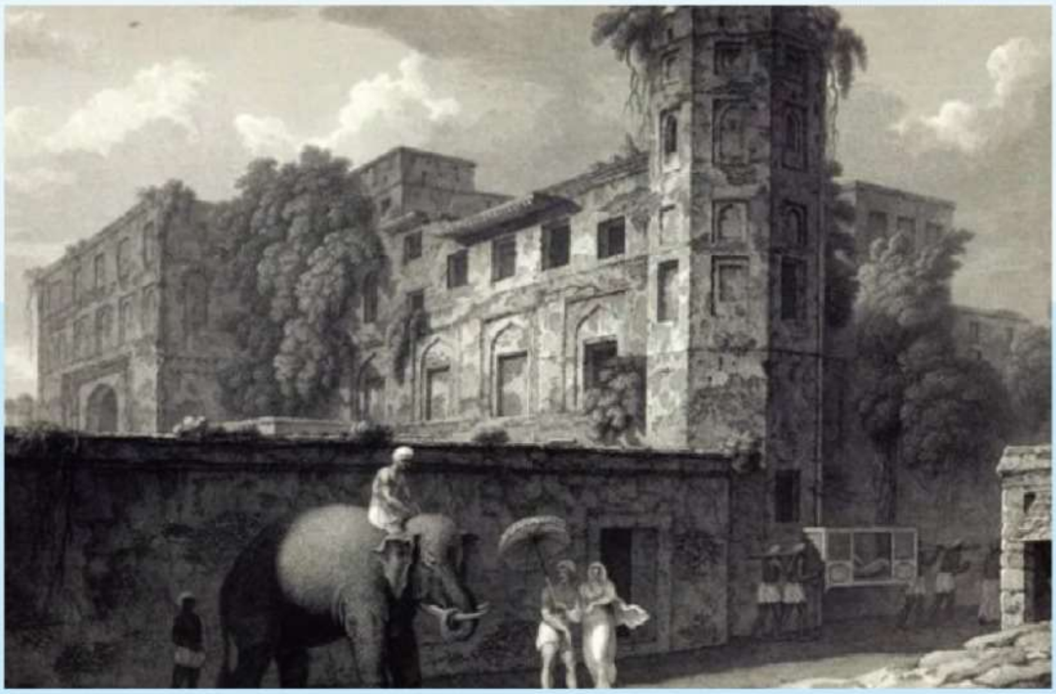

মধ্যযুগে এটি 'ভাটী রাজ্য'-এর অংশ ছিল। আজকের ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিল সরাইল পরগনার অন্তর্গত। ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্তে জানা যায়, পাঠান সুলতান শেরশাহ রাজস্ব আদায় ও শাসন কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে প্রথম পরগনার সৃষ্টি করেন। সুলতানী আমলেই সরাইল পরগনার সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক কারণে সরাইল পরগনা কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

বাংলার বার ভূইয়ার শ্রেষ্ঠ ভূইয়া মসনদ-এ আলা ঈসা খাঁর বংশ পরিচয় থেকে জানা যায়, ভারতের বাইশওয়ারা রাজ্যের এক যুবরাজ কালিদাস গজদানী সৈয়দ ইব্রাহীম মালেকুল উলামা (রাঃ) এর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সোলায়মান খাঁ নাম ধারণ করেন। সোলায়মান খাঁ ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে আগমন করেন এবং তিনি সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের পর থেকে সর্বপ্রথম সরাইল পরগনার জায়গীর প্রাপ্ত হন।

সোলায়মান খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পাঠান বাহিনী মিথ্যা সন্ধির প্রস্তাবে ডেকে নিয়ে তাকে হত্যা করে। এ সময়ে ঈসা খাঁর বয়স ছিল দশ বছর। পরবর্তীতে স্বীয় প্রতিভা দিয়ে তিনি ভাটী রাজ্যের এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হন। ভাটী রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষায় ঈসা খাঁর সঙ্গে মোঘল বাহিনীর যুদ্ধ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঈসা খাঁর প্রথম ও অস্থায়ী রাজধানী ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে ১০ কিমি উত্তরে সরাইলে। ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি ভাটীরাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি রূপে তাঁর শাসনকেন্দ্র সরাইল থেকে রসানার গাঁয়ে এবং সাময়িকভাবে কিশোরগঞ্জের জঙ্গল বাড়িতে স্থানান্তর করেন।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা জেলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিকাংশ এলাকা ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৩০ সালে সরাইল, দাইদপুর, হরিপুর, বেজুরা ও সতরকন্ডল পরগনা, ময়মনসিংহ হতে ত্রিপুরা জেলার কাছে হস্তান্তর করা হয়। ১৮৬০ সালে নাসিরনগর মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিকাংশ এর অধীনস্থ হয়।

১৮৭৫ সালে নাসিরনগর মহকুমার নাম পরিবর্তন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা করা হয়। এর পূর্বেই ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর পৌরসভায় উন্নীত হয়। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়। ১৯৬০ সালে ত্রিপুরা জেলার পূর্ব পাকিস্তান অংশের নামকরণ হয় কুমিল্লা জেলা। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া একটি মহকুমা শহর নামে পরিচিত ছিল।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা উত্তর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের সময় ১৯৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে জেলা ঘোষণা করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে বিপ্লবী উল্লাস কর (অভিরাম) দত্ত কর্তৃক বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগে আন্দামানে দীপান্তরিত হয়েছিল। ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে সুনীতি চৌধুরী, শান্তি ঘোষ ও গোপাল দেব প্রকাশ্য দিবালোকে তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সি.সি.বি স্টিভেনসকে তারই বাসগৃহে গুলি করে হত্যা করে। ১৯৩০ সালে কৃষক আন্দোলনের সময় কংগ্রেস নেতা আব্দুল হাকিম খাজনা বন্ধের আহ্বান জানান। এ সময় ব্রিটিশ সৈন্যদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে চারজন বেসামরিক লোক নিহত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল আখাউড়ার দরুইন যুদ্ধে শহীদ হন।

ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ ম্যানেজার মি হ্যালিডের কুঠি সরাইল থেকে শহরের মৌড়াইলে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এটি ভেঙ্গে সরকারি অফিস ঘর করা হয়েছে। ১৮২৪ সালে ব্রিটিশ সৈন্যদের মুনিপুর অধিকারের সময়ে তাদের সামরিক সদর দফতর ছিল এ শহরে। শহরের বাণিজ্য কেন্দ্র আনন্দবাজার ও টানবাজার ছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর শিল্প-সাহিত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এ শহরকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এ শহরের উত্থান ঘটে এবং আজও ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর তার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে।

তথ্যসূত্রঃ

1. https://brahmanbaria24.com/
2. https://www.brahmanbaria.gov.bd
3. https://bn.wikipedia.org
4. Book: "Brhammonbaria jelar itihas" by Amir Hossain

ইসলামের স্বর্ণযুগ-চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে ইসলামের গৌরবময় অধ্যায়

অধ্যাপক ডাঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল
বিভাগীয় প্রধান, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ।

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য যে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছে, তার প্রমাণ আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখতে পাই। ইসলাম শুধু ধর্মীয় বিষয়ের ওপর নয়, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অসীম অবদান রেখেছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইসলামের গৌরবময় অধ্যায় এককথায় অনস্বীকার্য। ইসলামী সভ্যতা শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিকতা প্রদান করেনি, বরং এর অবদান বিজ্ঞানের নানা শাখায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামের বিজ্ঞানী সমাজের উত্থান

ইসলামের প্রবর্তন হওয়ার পর, মুসলিম বিশ্বে একটি বৈজ্ঞানিক আন্দোলন শুরু হয় যা মূলত মধ্যযুগে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইসলামের শিক্ষা মানুষের জ্ঞানার্জন এবং মননশীলতা প্রেরণা দেয়। কোরআন শরিফে বারবার জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন- "পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (আল-আলাক, ১)। এর মাধ্যমে ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, মানুষের উচিত পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। ইসলামের বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারা মূলত ছিল দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা, ভূগোল, মেটিওরোলজি (আবহাওয়াবিদ্যা) এবং পদার্থবিজ্ঞানে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা কেবল তত্ত্বগত গবেষণা করেননি, তারা বাস্তব গবেষণা ও পরীক্ষাও করেছেন। ইসলামের স্বর্ণযুগে বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটেছিল। মুসলিম সমাজে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, গবেষণা ও আবিষ্কারের প্রতি প্রবল আগ্রহ এবং সেই সময়কার শাসকগণের উৎসাহ ও সহায়তায় মুসলিম সভ্যতা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

চিকিৎসাশাস্ত্র

ইসলামী চিকিৎসা বিজ্ঞান একটি গৌরবময় অধ্যায়। ইসলামী যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলিমদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। আবু বকর আল-রাযি (৮৬৫-৯২৫ খ্রি.) ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম চিকিৎসক, যিনি মধ্যযুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি অ্যালকোহল এবং সালফিউরিক এসিডের ব্যবহারসহ চিকিৎসা

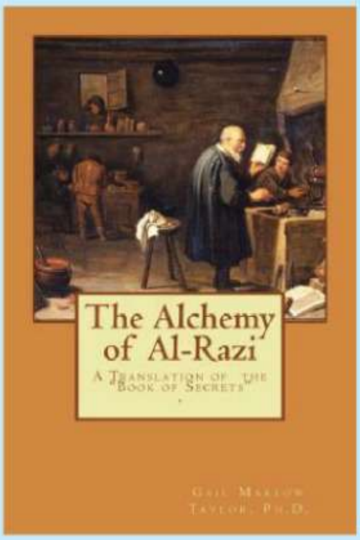

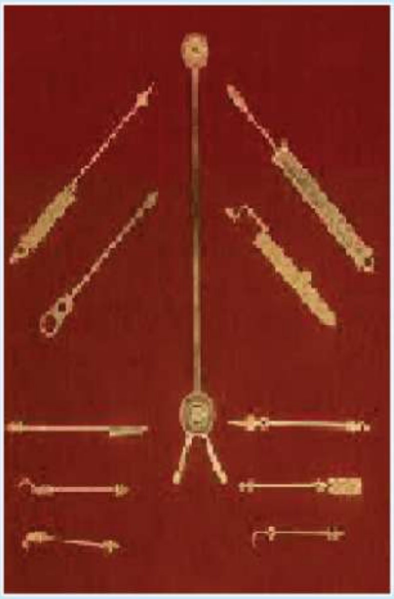

বিজ্ঞানের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক উদ্ভাবন করেন। তিনি রোগ নির্ণয়ের জন্য আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তক ছিলেন, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করেছে। তার লেখা 'কিতাব আল-হাওয়ি' শত শত বছর ধরে ইউরোপে প্রধান পাঠ্যবই হিসেবে সমাদৃত ছিল।

আবু আল-কাসিম খালাফ ইবনে আল-আব্বাস আল-জাহরাবী (৯৩৬-১০১৩ খ্রি.) ছিলেন আধুনিক অস্ত্রোপচারের জনক। তিনি ৩০ খণ্ডবিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞান বিশ্বকোষ 'কিতাব আল-তাসরিফ' রচনা করেন, যা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাঁকে মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যবিদ এবং "আধুনিক অস্ত্রোপচারের জনক" (Father of Modern Surgery) বলা হয়। তিনি ফরসেপস, স্কালপেল উদ্ভাবন করেন এবং সার্জারিতে ক্যাটগাট (Catgut) ব্যবহার শুরু করেন।

অন্যদিকে, ইবন সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) ছিলেন একজন দার্শনিক ও চিকিৎসক, যার রচিত 'কানুন ফি আল-তিব্ব' (The Canon of Medicine) চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি যুগান্তকারী বিশ্বকোষ, যা প্রায় ৭০০ বছর ধরে ইউরোপ ও এশিয়ার চিকিৎসা শিক্ষায় "মেডিকেল বাইবেল" হিসেবে গণ্য হয়েছে। বইটিকে মধ্যযুগে চিকিৎসা বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে গণ্য হয়। এই গ্রন্থে তিনি রক্তচাপ, মস্তিষ্কের কাজ এবং বিভিন্ন স্নায়ুবিক রোগের চিকিৎসার বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

স্মৃতির পাতায়

ডাঃ সানিয়াদ আহমেদ সাকিন
সহযোগী অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি এন্ড থেরাপিউটিক্স বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ।

একজন শিক্ষক হিসেবে জীবনের বহু অধ্যায় পেরিয়ে এসেছি। তবু কিছু প্রতিষ্ঠান, কিছু মানুষ, কিছু মুহূর্ত হৃদয়ের গভীরে এমনভাবে গেঁথে থাকে, যেগুলো কখনোই স্মৃতির আড়ালে চলে যায় না। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ আমার তেমনই এক স্মৃতির নাম, একটি সময়, একটি যাত্রা, একটি আবেগ।

কলেজের প্রথম লেকচারার হিসেবে যেদিন যোগদান করি, সেদিনের সকালটা আজও চোখে ভাসে। নতুন ক্যাম্পাস, পরিচিত-অপরিচিত মুখ, শিক্ষার্থীদের চোখে স্বপ্নের ঝিলিক সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত ভালো লাগা কাজ করছিল। তখনো কলেজটি বিকাশমান, সুযোগ-সুবিধা সীমিত, কিন্তু সবার মধ্যে ছিল প্রবল আন্তরিকতা ও এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়।

অনেক শিক্ষার্থী প্রথমে ভীত, দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা আমাকে প্রতিদিন নতুন করে অনুপ্রাণিত করত।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজে আমি পেয়েছি এমন কিছু সহযোদ্ধা, যাদের নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব ও বন্ধুত্ব আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। মতবিরোধ হয়েছে, আলোচনা হয়েছে, কিন্তু দিনের শেষে ছিল পারস্পরিক সম্মান ও একসাথে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা।

সবচেয়ে গর্বের বিষয় হলো আজ যখন দেখি এই কলেজের সাবেক শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, এমনকি দেশের বাইরেও দক্ষ চিকিৎসক হিসেবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে, তখন মনে হয় আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। তাদের সাফল্যের প্রতিটি ধাপে যেন নিজের শিক্ষকতার ছাপ খুঁজে পাই।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়; এটি একটি পরিবার, একটি চেতনা। এখানে কাটানো প্রতিটি দিন, প্রতিটি ক্লাস, প্রতিটি পরীক্ষা, প্রতিটি বিদায় আমার জীবনের গল্পে অমলিন হয়ে থাকবে।
সময়ের স্রোতে অনেক কিছু বদলায়, কিন্তু কিছু স্মৃতি থেকে যায় চিরসবুজ হয়ে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ তেমনই এক চিরসবুজ স্মৃতি গর্ব, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধে ভরা।

বাবার চিঠি

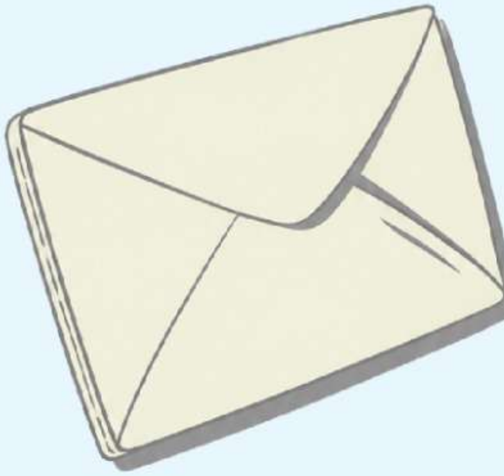

ডাঃ আব্দুল্লাহ্ আল ফয়সাল
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, এনাটমি বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ।

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে পড়া উপন্যাসের মাঝে যদি বলতে হয় কোনটা সেরা উপন্যাস, তাহলে আমি বলবো "সাতকাহন" সমরেশ মজুমদার এর।

ছোট একটি চরিত্রকে তিলে তিলে বড় করতে করতে চরিত্রটিকে বিষ্ফোরন, প্রকাশ-বিকাশ এর অনন্য উদাহরণ হচ্ছে দিপাবলী।

আমি এনাটমি জগতে অতিক্ষুদ্র একজন সদস্য, এ যেন সবুজ ঘাসের ডগায় একবিন্দু জল বা তারও কম। আমার শুরুর বয়সে আমি আমার অতিপ্রিয় ছাত্রী-ছাত্রকে সম্বোদন করতাম ভাই/বোন বলে। আর এখনকার বয়সে মা/বাবা বলেই ডাকি (সম্বোধন করি)। আমার সন্তানতুল্য ছাত্র ছাত্রীদের সরলতা আমাকে গর্বিত করে, মনে হয় শিক্ষকতা পেশায় আসার সিদ্ধান্তটা ভুল হয়নি। তাদের দুঃখ, কষ্ট, বেদনায় - আমার হৃদয়ে ক্ষরণ হয়।

বর্তমান সময়ে এসে আমার খুব খুব কষ্ট লাগে এই জন্য যে আমার/আমাদের সন্তানদের কেন যেন আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছি না।

এখনকার জেনারেশনকে বলা হয় জেন-জি। আমি এই জেন-জি শব্দটির সাথে পরিচিত হয়েছি এই কিছুদিন আগে। ৫ আগস্টের পরে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি জেনারেশন হচ্ছে ২টা। "আগের জেনারেশন" ও "পরের জেনারেশন" এবং এই ২ জেনারেশন এর কালে চিন্তা-চেতনা, আবেগ, অনুভূতি, ভালো লাগা- খারাপ লাগা এই বিষয়গুলোর মাঝে ক্ষুদ্র, সূক্ষ/বৃহৎ গ্যাপ (দূরত্ব) থাকবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

আমরা কেউ এই নিয়মের বাহিরে নই। আমার সাথে আমার সন্তানের, আমার বড়/ভাইবোনদের মাঝেও গ্যাপ আছে ও থাকবে। তাই বলে কি আমরা এই দূরত্ব নিয়মিতই রাখবো? তাহলে তো আমাদের পরিবার সমাজ এই স্মৃতি কাঠামো ভেঙ্গে চুড়ে চুড়মার হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের করণীয় আসলে কী?

এই দুরত্ব যতটুকু সম্ভব কমিয়ে নিয়ে আসা (আসতেই হবে)। ব্যক্তি জীবনে আমার দুটো রাজকন্যা আছে। আমার বড় মেয়েটি এখন তার টিনএজ টাইমের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। এখন তার শরীর, মন, আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে তার শরীর বৃত্তিয় হরমোনাল সিস্টেম। তার চারপাশের পরিবেশ। তার বন্ধু-বান্ধবী ইত্যাদি।

আর এই সকল বিষয় পর্যবেক্ষন করে তার সাথে আমরা (বাবা এবং মা) এর আচার আচরন, তার সহানুভূতির জায়গা, তার ইমোশন এর জায়গাগুলোতে আমাদের Obsertional Response এটিই করতে হবে। তার সাথে আমাদের, তার বয়সের কাছাকাছি বয়সে এসে তার সাথে মিশতে হবে।

কর্মজীবনে আমার/আমাদের যে সন্তানগুলো আছে, তাদের সাথেও আমাকে তাই করতে হবে যা আমরা পরিবার এ করি। তাদের কাছে যেতে হবে, তাদের বুঝা ও বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সভ্যতা ও মানবজীবন এর প্রবাহে Pattern হচ্ছে শম্ভুক গতি। এ যেন, প্রতিবার ই শুরু থেকেই শেষ হচ্ছে। আমাদের ক্ষেত্রে তাই।

আগের জেনারেশন তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া অভিজ্ঞতার ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিবে এবং একই ভুল যেন পরের জেনারেশন না করে সেই অনুযায়ী তাদের বুঝাবে।

Embryology এ ২টি Term আছে Totipotent এবং Pluripotent. আমি আমার বাচ্চাদের এই Term দুটি বলার সময় মনে রাখার জন্য বলি T- for Total Potentiator এবং P- for Partial Potentiator.

আমি চাই আমাদের প্রতিটি সন্তান সব সময় যেন Totipotent নিয়ে তার শিক্ষা জীবন, ব্যক্তি-পারিবারিক জীবন ও কর্মজীবনে নিজেকে সফল করুন। প্রতিটি সন্তান এক অনন্য মেধার আধারে এ যেন এক অগ্নি স্ফুলিংগ, শুধু প্রকাশের অপেক্ষা মাত্র।

আমাদের সন্তানদের কাছে আমরা চাই তাদের প্রত্যেকের চূড়ান্ত সফলতা, তাদের সফলতা হবে তাদের পেশাগত জীবনে, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়বোধ এবং সাফল্য। প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি এবং আমাদের গর্বিত সংঘ। আমার প্রিয় ছাত্রী-ছাত্ররা আমাদের যেমন তোমাদের কাছে চাওয়ার আছে। তোমাদেরও আমাদের কাছে চাওয়া আছে (আমি বিশ্বাস করি)। আসো আমাদের কাছে, বুঝে নাও তোমার প্রাপ্যটুকু।

সবার সর্বাঙ্গীন, মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য ও সফলতার অপেক্ষায় রইলাম। প্রত্যেকেই হও এক একজন মৃয়স্ময় থেকে দিপাবলীর মতো প্রজ্জ্বলিত সমান অধ্যায়ের আলো।

My Medical College: Some Memories, Endless Love, and Lifelong Pride
Brahmanbaria Medical College

Dr. Zahir Uddin SK
Former Student (BMC : 06), First Foreign Student
(Passed the FMGE examination on the first attempt)

16 January 2019 is not just a date in my life; it marks the first step of my journey toward fulfilling a dream. On the day, I was admitted to Brahmanbaria Medical College in the district of Brahmanbaria. I became the first foreign student of this College, the first MBBS sutdent from India. Along with me, there was another batchmate, Umar Ali. However, I had the unique private of making history by becoming the first foreign medical graduate to complete MBBS from this college.

My five-year MBBS journey at Brahmanbaria Medical College came to an end in September 2024. Throughout this long period, the college did not shape me merely as a student; rather, it cared for me like a mother cares for her first child. In a new country, a new environment and among new people, the college became my safest refuge. In terms of education, accommodation, food, security and emotional support- I received genuine care and unconditional love in every aspect.

Among the many medical colleges in Bangladesh, Brahmanbaria Medical College is a well-recognized and respected name. The affiliated hospital receives a huge number of patients every day. This heavy patient load became our greatest teacher in learning real-life clinical medicine. Under the close supervision of our teachers and physicians, we learned hands-on how to understand patients' suffering, take responsibility and truly become doctors.

I must mention with special respect the honorable Chairman of the college, Dr. Abu Sayed Sir. He is not just a doctor, nor merely the owner of the college he is a true human being in every sense. One of his qualities left a deep impression on my heart: he always answered his phone. Whoever called patients, patients' relatives, students, employees, masons, cobblers, or cleaners he received everyone's call with equal importance. Such humanity is extremely rare in today's world. From him, we learned that it is not position, but being human, that is the true identity.

Another priceless treasure of my college life was my classmates, seniors, and juniors. They embraced me wholeheartedly and selflessly. Despite being an Indian student, I never felt different or isolated. The political realities or border divisions between India and Bangladesh never came between our relationships. The respect, love, and trust they gave me as a human being and as a friend are among the most beautiful achievements of my life.

Even beyond the college campus, the love I received from the common people of Bangladesh is difficult to express in words. Patients, their attendants, and local people all showed me sincerity, compassion, and the warmth of acceptance. This country taught me that human relationships do not recognize borders; the bond of the heart is the greatest identity.

While sharing my feelings in this magazine during the joyful time of Sports Week, my heart feels full. I can proudly say that Brahmanbaria Medical College did not only make me a doctor; it showed me the path to becoming a better human being.

From the depths of my heart, I express my love and gratitude to this college, this hospital, the respected teachers, staff, classmates, and the people of Bangladesh.

Brahmanbaria Medical College-my memories, my pride, my lifelong identity.

Medical Facts

Asif Ahmed
Foreign Student, Roll : 1151, BMC : 11

High-yield Medical Facts From Standard Textbooks

Medical science is full of fascinating truths that often surprise even medical students. These facts are not only interesting but also highly important from academic and clinical perspectives.

Fact:

1) Nerve transmit signals at amazing speed:

Large myelinated impulses at up to nerve fibers can conduct 120 meters per second. faster than many high speed vehicles.

-Guyton & Hall-Nerve conduction

2) The brain is metabolically very active:

Although it makes up only 2% of total body weight, it consumes 20% of the body's oxygen and glucose.

-Guyton & Hall.

3) Pain perception is modified by emotion:

Pain intensity is not only physical, it is strongly influenced by psychological state through the limibic system.

- Ganong-Somatosensory system

4) Aspirin can prevent heart attacks:

Low - dose aspirin irreversibly inhibits Platelet COX-1 and reduces risk of thrombosis

- Lippincott Pharmacology - Antiplatelet drugs.

5) Vitamin B12 is stored for years:

The liver stores enough vitamin B12 to last 3-5 years, which is why deficiency develops slowly.

-Lippincott Biochemistry-Vitamins

6) Hypertension is mostly silent:

Most patients with blood pressure remains asymptomatic for years earning it the name - “Silent Killer”

-David son’s

7) Smoking is the leading preventable cause of death:

Tobacco use is responsible for millions of deaths worldwide and increases risk of cancers, COPD and cardio vascular disease.

-Davidsons- Respiratory Medicine and Public Health Sections.

8) Early antibiotics save lives in sepsis:

In sepsis, every one-hour delay in giving antibiotics significantly increases mortality.

-Davidson's Infectious Disease and Sepsis Managment.

9) Cancer cell can escape normal death:

Cancer cells activate telo merse, allowing them to devide indefinitely.

-Robbin's Pathology-Neoplasia

10) Dehydration severely reduces performance:

Loss of only 2% body water can significantly impair physical and Mental Performance.

-Guyton & Hall-Body fluid physiology

"ফাইলপত্রের আড়ালে এক টুকরো সাফল্য"

আশিকুল ইসলাম অপু
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ।

প্রশাসনিক দপ্তরের জানালা দিয়ে যখন আমি দেখি সাদা অ্যাপ্রন পরা একদল তরুণ-তরুণী স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে ব্যস্ত পায়ে হাঁটছে, তখন মনে হয় আমি শুধু একটি অফিস পরিচালনা করছি না, বরং আমি একদল প্রাণ রক্ষাকারীর স্বপ্নযাত্রার সঙ্গী। এই জানালাটি আমার কাছে কেবল আলো-বাতাস আসার পথ নয়, বরং এটি আমার কাছে এক জীবন্ত ক্যানভাস।

প্রতিটি নতুন ব্যাচ যখন আসে, আমি দেখি তাদের চোখে-মুখে মিশে থাকা এক অদ্ভুত কৌতূহল আর ভয়। কেউ হয়তো প্রথমবার ঘর ছেড়ে হোস্টেলে এসে একা একা ডুকরে কাঁদছে, আবার কেউবা প্রথম 'প্রফ' পরীক্ষায় পাসের খুশিতে আত্মহারা হয়ে মিষ্টি নিয়ে দপ্তরে আসছে। এই যে রূপান্তর একটি সাধারণ কিশোর বা কিশোরী থেকে একজন দায়িত্বশীল চিকিৎসক হয়ে ওঠার দীর্ঘ পথ তার প্রতিটি মোড়ের সাক্ষী আমাদের এই প্রশাসনিক ফাইলগুলো।

অনেকে মনে করেন প্রশাসনের কাজ মানেই কেবল নিয়মের বেড়াজাল আর কাগজ-কলমের খসখসানি। কিন্তু এই ফাইলপত্রের স্তূপের আড়ালে প্রতিদিন হাজারো মানবিক গল্পের জন্ম হয়। কোনো শিক্ষার্থীর ফি জমা দিতে দেরি হওয়ায় বাবার চিন্তিত মুখ, কিংবা প্রফে অনার্স মার্ক পেয়ে কোনো মেধাবী ছাত্রের চোখের কোণে জমে থাকা আনন্দ সবই আমাদের ছুঁয়ে যায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ কেবল ইট-পাথরের কোনো ইমারত নয়; এটি একটি অনুভূতির নাম, একটি বিশ্বাসের নাম। হাসপাতালের করিডোরে যখন কোনো মুমূর্ষু রোগী সুস্থ হয়ে হাসি মুখে বাড়ি ফেরে, সেই হাসির একটা অদৃশ্য অংশীদার আমরাও। কারণ, সেই চিকিৎসককে তৈরি করার পেছনে আমাদের দপ্তরের প্রতিটি ছোট-বড় কাজের অবদান মিশে থাকে।

দিন শেষে যখন অফিস গুছিয়ে বাড়ি ফিরি, তখন মনে এক ধরনের তৃপ্তি কাজ করে। আমরা হয়তো সরাসরি স্টেথোস্কোপ ধরি না, কিন্তু আমরা সেই হাতগুলোকে আগলে রাখি যারা একদিন দেশ ও দশের সেবা করবে।

সাদা অ্যাপ্রনের সেই ব্যস্ত মিছিলের প্রতিটি পদশব্দ আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে সবাই মিলে এই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতিদিন তিল তিল করে গড়ে তুলছি।

"অচেনা জবা ফুল"

আতিকুর রহমান
রোলঃ ১২০৩, বিএমসি-১২

জবা ফুল খুব খুব পছন্দের।
আজ বিকেলে হাঁটতে বের হয়েছিলাম, হঠাৎ জবা ফুলের গাছ চোখে পড়ল। জবা ফুলের গাছে শুধু মাত্র একটি ফুল ছিল-শুধু মাত্র একটি!!!

সাধারণত জবা ফুল দেখলেই ছিঁড়ে ফেলতাম, ছিঁড়ে রেখে দিতাম। এটা খুব সুন্দর একটি মুহূর্ত মনে হতো, মনে হতো যেন কোন এক মূল্যবান জিনিস রেখে দিলাম-যেমন অনেক কষ্টের পর মানুষ কিছু পেলে যতটা আগলে রাখতো, তেমনই।
কিন্তু আজ অন্যরকম অনুভূতি হয়েছে। হয়েছে এমন যেন, ফুলটা গাছেই খুব সুন্দর... দূর থেকেই দেখছিলাম আর এক ধরনের প্রশান্তি কাজ করছিল।
এজন্য আজ ফুল ছিঁড়তে গিয়ে খুব কষ্ট হচ্ছিল-এতোটা কষ্ট... যা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারবে না। শুধু পারিনি ছটফট করে কান্না করতে।

আজ ফুলটা ছিঁড়িনি।

এই প্রথম এমন ভাবনা এলো, ফুল ছিঁড়ে কাছে রাখার চেয়ে গাছে থাকা অবস্থায় ফুলটা আরও অনেক বেশি সুন্দর। কাছে রাখলে তো কাল নয়তো পরশু ফুলটা পঁচে যাবে... তারপর কিছুদিন পর সেই পঁচা ফুলগুলো জমতে জমতে আবর্জনার মতো হয়ে যাবে, তখন তো কোনো কিছু না ভেবেই ফেলে দিয়ে আসব।

মনে অন্যরকম এক অজানা অনুশোচনার অনুভূতি নাড়া দিয়ে উঠলো।

আচ্ছা, গাছ থেকে যখন ফুলগুলো ছিঁড়তাম তখন গাছ কি ব্যথা পেতো? কিন্তু সেই ব্যথার থেকেও আনন্দ, অনুভূতির ভালো-লাগাকেই বেশি বেশি গুরুত্ব দিয়েছি... তাই না?

এই অনুশোচনার অনুভূতি থেকে মুক্তি পেলাম আজ।

এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন সব ক্লান্তি দূর করে দেয়...

আর দূর থেকেই ফুলটিকে দেখতে থাকলাম...

সে এখানো বাড়ি ফিরে নি

মুনা মির্জা
রোলঃ ১১০২, বিএমসি-১১

আষাঢ়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঝড়-ঝঞ্জা ভরা দিনে,
কালো মেঘে ঢাকা আকাশ যখন ফেঁটে পরছিলো
গগনবিদারী চিৎকারে,

সে বেরিয়েছিলো বছর দু-য়েক আগে,
চা ঠান্ডা হয়, অপেক্ষার প্রহর শেষ হয় না,
কারা-সে এখনো বাড়ি ফেরে নি।

জোয়ার শেষে ভাঁটা পড়ে,
বর্ষা গিয়ে শরৎ আসে,
তবুও মায়ের মন আকাশে পেজাঁ তুলোর মতো মেঘ উড়েনা,
কারা সে এখনো বাড়ি ফেরে নি।

চেয়ারটা এখনো আগের জায়গায়
টেবিলে খাবার এখনো ঢেকে রাখা,
মা এখনো দরজার পানে চেয়ে আছেন,
এই বুজি সে আসবে,

'মা' বলে ডাকবে
রাতের অন্ধকার কেঁটে যাবে সকালে সূর্য হাসে
তবুও মায়ের মন হাসেন না। কারণ-
সে এখনো বাড়ি ফেরে নি।

জুতোঁ জোড়া আগের স্থানে রাখা,
ঘুণপোকায় খাওয়া শুরু করে দিয়েছে অনেক আগেই
গামছাটা এখনো রোদে শুকোতে দেওয়া,
পরনের শার্টটা আগলে রেখেছে মা যত্ন ভরে,
মনে দৃঢ় বিশ্বাস 'সে বাড়ি ফিরবে'।

মা এ ঘর, ও ঘর সর্বত্র খোঁজে তাকে
কান্নাবিজরিত কণ্ঠে সকলকে শোধায়
'আমার মানিক কই গে? কবে আইবো?

জবাব আসে 'ট্রেনে কাঁটা পরছে গো'
'আর আইবো না'
নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে, গ্রীষ্মের আকাশ কালো হয়ে যায়
ছেঁড়া শাড়ি পরা পাগলী মা বিশ্বাস করে না, অন্যজনকে শোধায়।
বিশ্বাস- সে ফিরবে, একদিন ফিরবে।

উড়ছে দেখো রঙ্গিন ঘুড়ি

নয়ন মোদক
লাইব্রেরিয়ান

উড়ছে দেখো রঙ্গিন ঘুড়ি
হাওয়ার দোলায়, কি দারুন!
সারি সারি ঘুড়ি উড়ে
ভূ-পৃষ্ঠের কত দূরে!

আমি যদি ঘুড়ি হতাম
সুতো ছিঁড়ে হারিয়ে যেতাম।
শহর ছেড়ে অনেক দূরে
শাসন বেড়ীর শিকল ছিঁড়ে।

এই পৃথিবী ঘুরবো আমি
মরভূমি বা তৃণভূমি
হলুদ রঙ্গের ধানের শিষে
মিশে যাব এক নিমিষে।

ক্লান্ত হয়ে ফেরার পথে
ভাব জমাবো মেঘের সাথে,
কষ্টগুলো নীল খামে তুলে
ভাসিয়ে দিব সাগর জলে।

অবহেলার ছায়া

নূর হাসান
রোলঃ ১২৪৪, বিএমসি-১২

সবাই বলে, " ছেলেটা খুব দুষ্ট"
পড়ায় মন নেই, স্বপ্নগুলো বড়ই কষ্ট।
হাসি-ঠাট্টায় ভরে তার দিন,
কিন্তু বুকের ভেতর লুকায় অদম্য ঋণ।

কেউ বোঝে না তার চোখের ভাষা,
ওই দুষ্টামির আড়ালে লুকানো আশা।
ভুল করে, শেখে, আবার উঠে দাঁড়ায়,
হারের ভেতরেই জয়ের পথ খোঁজে সে ভাই।

আজ হয়তো সে সবার চোখে হারানো,
কাল হবে সে আকাশছোঁয়া আলো।
দুষ্ট ছেলেটাই একদিন বলবে গর্বে-
"আমি পেরেছি, নিজের শক্তির জোরে!"

KASHMIR, A ruin that still blooms

Mir Syed Yameen Pervaze
Roll no - 1050, BMC-10

The Lake is still, the
mountains are high
Reflecting back endless
sky

A pain is hidden, deep
and old
In every story that is
told

Yet softer than floating
shawl
The ancient, patient
beauty calls

A heart that struggles,
still so pure
KASHMIR: The grace
that will endure

Health IS WEALTH

Mir Saria Sahadat Arin
Roll no - 1028, BMC-10

Gold, Diamond, Treasure,
Money can buy pleasure.
Honey may fulfil divine flavour,
Love makes the heard quiver.

But everything will fade away,
If good health does not stay.

Health means blance in life
Including well being and strength,
A healthy person can't Understand
A patient trial's, no matter their length.

Health is steady breath and peaceful mind,
which welly defined.
The universal truth, all wishdom felt,
"HEALTH IS WEALTH"

The Realisation

Akib Ahmed
Roll no - 1152, BMC-11

I thought the oath was simple to speak,
But this heavy burden makes me weak.
It is stained with tears, with pain, with red
A constant weight of the lives I've led.

These hands are not just hands to heal,
They hold a trust that is deep and real.
A holy gift from Allah above,
To save a home, or part a love.

Yet stories fail, and lives depart,
Despite the struggle of my heart.
Death stands beside me every day,
And steals the breath I try to stay.

I feel so cold, so tired inside,
With no more tears left to hide.
But deep within, my soul can hear:
Every soul must die, the end is near.

This fragile world is not my home,
Soon I must face the dark alone.
No praise, no skill will guard my name,
My hands will rest, stripped of acclaim.

Oh Allah, when death feels normal to see,
And my eyes forget to weep for Thee,
Do not let my heart grow numb and blind,
Keep faith alive within my mind.

Remind me of the silent grave,
Where only my deeds remain to save.
I kneel today with what You taught,
Tomorrow I stand with nothing brought.

So let me live with fear of You,
And die beneath Your mercy true.

Mornents of thought

Zenifa Zerin
Roll no - 1245, BMC-12

Autumn drifts in through the tall windows,
Scattering golden maple leaves across quiet halls.

Golden flecks of light spill through antique lace curtains.
The soft glow of the flickering candlelight
warms the corners of the room.

A worn brown coat hangs over a chair
The faint scent of coffee lingering in the air
Classical music hums in the background
A low jazz melody curls around the shadows.

Shelves bend under the weight of vintage books.
dostoevsky, sartre and the philosophers
who mapped the human soul.

I lose myself in the haunting words of franz kafka
Each word lingering in my soul
like an echo of some unspoken truth.
Solitude here is not emptiness
but a companion

The ink-stained pages, fading sunlight
And time itself seems to bend,
Measured not in hours but in thought,
in the slow unfolding of questions.

নারী

সিধান্ত
রোলঃ ১২৩৪, বিএমসি-১২

সোনালী ভোরের আলো তুমি, স্বপ্নের রূপকার
সর্বদিকে দেখিতে পাই, নারী তোমারই উপকার।

তুমি শীতল ছায়ায় মায়ের কোলের নিঃশব্দ প্রার্থনা,
ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা এক অদম্য চেতনা।

হাস্যময়ী মুখে তোমার বেদন আড়াল হয়,
অশেষ সংগ্রামের বাণী কেও শ্রবণে না লয়।

বৃষ্টি ভেজা মাটি তুমি, অগ্নির ন্যায় উষ্ম
উদারতার মূর্তি তুমি, রূপে শ্রী লাবণ্য।

শান্ত নদীর গভীর স্রোত কেও বুঝিতে না পারে,
উদার আলো তুমি, পিতৃজাতি পাছে টানিছে যারে।

মায়ের জন্য প্রতীক্ষা

সাদিকা এহসান পুতুল
রোলঃ ১২২০, বিএমসি-১২

আজ জোৎস্না ভরা রাতের আলোয়
ভাবছি বসে একা।
বহুদিন পর পাব বুঝি, আজকে মায়ের দেখা।
সবাই বলে মা তুমি চাঁদের দেশে থাকো,
চাঁদের ঐ স্নিগ্ধ আলোয়, স্বপ্নছবি আঁকো।
কেমন তোমার বাড়ি মাগো, কেমন তোমার দেশ
কেমন করে সেথায় তুমি, থাক অনেক বেশ।
মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি তোমার মুখখানি
সেই মুহূর্তে ছোঁয়া দিয়ে যায়, হাজারো সুখের বানি,
ক্ষণস্থায়ী সুখ যেন চলে যায় মোর পাছে
আসল সুখে পেতাম আমি, যদি তোমায় পেতাম কাছে।
এসো তুমি আমার কাছে আকাশ দিয়ে পাড়ি
পাবার মতো ডানা মেলে রংধনু পথ ধরি।
আকাশ পানে চেয়ে থাকি, চোখটি মেলে রাখি
শুনতে কি পাও, তোমায় আমি, মা বলে ডাকি।

মিশ্রণ

মেহেরুন নেছা মীম
রোলঃ ১২১৭, বিএমসি-১২

শুক্রানু হতে সৃষ্টি মানব,
মস্তিস্কের নিউরন রূপ ছড়িয়ে,
দূষিত জগত আধুনিক জাত,
দার্শনিক দু'চোখ করে ঝলমল।
হৃদযন্ত্রের উপস্থিতে মন অদৃশ্য।
মায়া, ভালোবাসা সব কল্পিত।
স্রোতধারা নদের রূপ রক্ত প্রবাহমান,
লাল যেন রং নয়, সৌন্দর্য।
কঠিনতর হাড়-জাতির কঠোর রূপ।
মাংসল যেন কোমলতা।
শিরা হতে ধমনী, ধমনী হতে শিরা
আহহ... কি উষ্ণ সম্পর্ক।
দু'পা বিশ্ব ঘুরে, হাত তার বিপরীত।
জটিল মানব জটিল তার কর্ম
সব অপরূপ।

The biannual peer-reviewed journal has published its latest issue (Vol : 08, Issue : 02; No :16) in July 2026. The journal is BMDC-approved, bears ISSN 2709-6955, and is available with full open access through BanglaJOL. (www.banglajol.info/index.php/jbrmc)

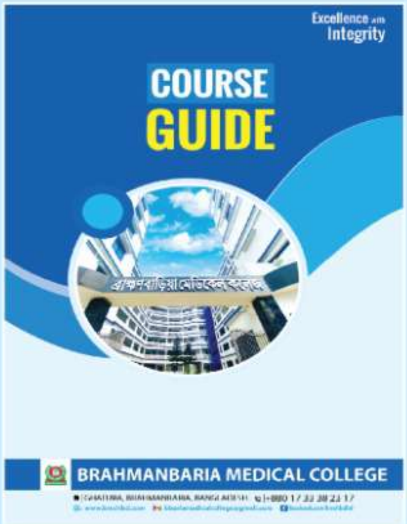

The course guides for all phases have been published for all batches and distributed to all students of Brahmanbaria Medical College.

BMC
Publications

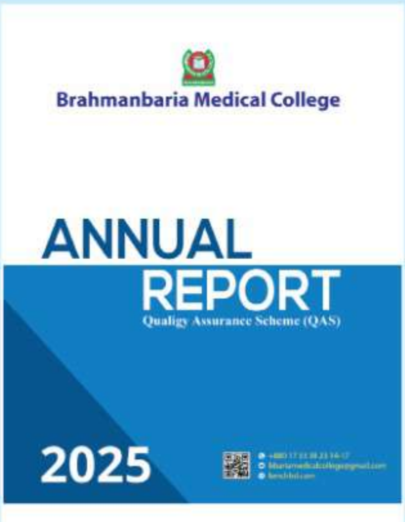

Annual reports are published regularly once a year.

Prospectus are published regularly once a year.

ART Gallery

Fatama Jannat Mysha
Roll : 1020, BMC-10

Tabassum Raisa
Roll : 1027, BMC-10

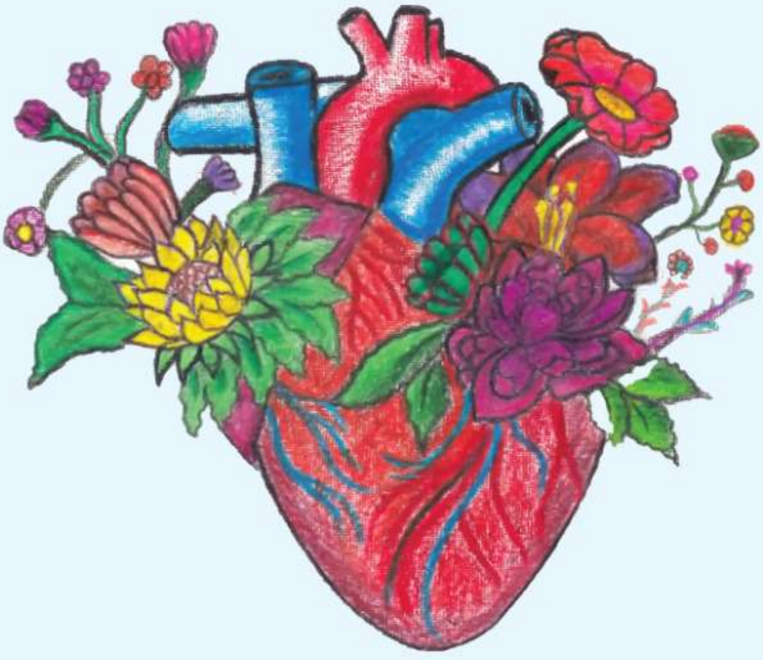

Faria Alim Tanjila
Roll : 1116, BMC-11

Batch: BMC- 10 (1st)

Wall Magazine Competition

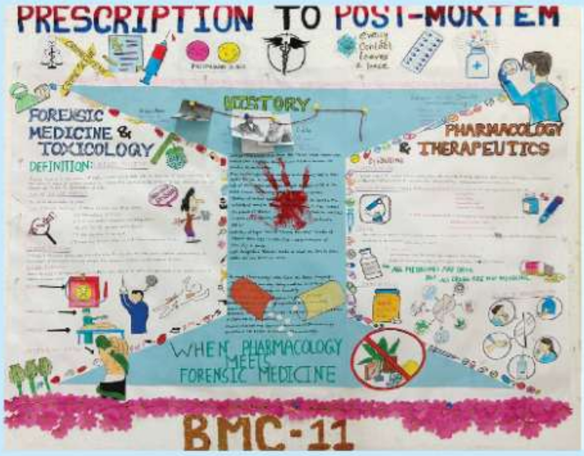

Batch: BMC- 11 (2nd)

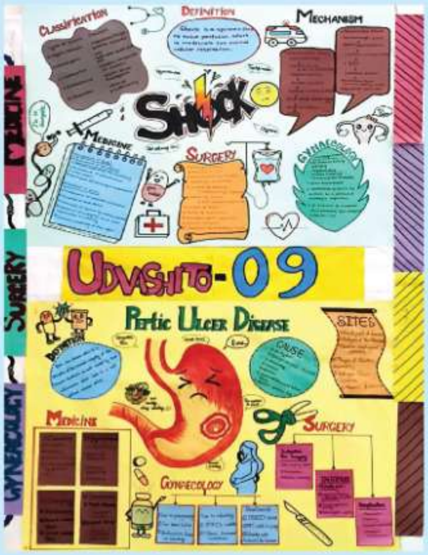

PHOTO GALLERY

Academic Building : 1

Under Construction Academic Building : 2

Hospital Building : 1
(Surgery, Gynae & Obs)

Hospital Building : 2
(Medicine)

Girls' Hostel Complex

Boys' Hostel Complex

Inspection Team
Bangladesh Medical & Dental Council

Inspection Team
Ministry of Health and Family Welfare

Inspection Team
Chittagong Medical University

Governing Body Meeting

Academic Council Meeting

Academic Co-Ordination Meeting

Phase Co-Ordination Meeting

Subject Co-Ordination Meeting

Seminar under MEU by
Prof. Dr. Khondker Manzare Shamim

Seminar under BMEAC by
Prof. Dr. Md. Humayun Kabir Talukder

Presentation on Teaching Methodology

Morning session in Pediatric department

Teachers' & Gurdians' Meeting

Merit Quata Students Selection

Integrated Teaching

Generic Topic

Day Visit

World Health Day

World AMR Awareness Week

International Mother Language Day

300 Seats Duplex Library

Medical Education Unit

Skill Lab

Grand Research Chittagong Medical University

Prayer Room

Common Room

Hostel Gym

Laundry and Salon

Saraswati Temples Celebration

Iftar Mahfil

Discussion on The July Mass Uprising

Tree Plantation

Study Tour (BMC : 09)

Annual Picnic

Cricket Team

Football Tournament

Play Ground

Sports & Cultural Week

Sports & Cultural Week

Prize Giving Ceremony
Sports & Cultural Week

Orientation & Cultural Program

A Section of Teachers and Students
Sports & Cultural Week

Prize Giving Ceremony
Badminton Tournament

Closing Ceremony of Orientation & Cultural Program

Free Bed Occupancy

ICU Unit

NICU Unit

Cathlab Unit

Dialysis Unit

CT Scan Unit

State of the Art Laboratory

PCR Laboratory and VITEK- 2

24hrs Model Pharmacy

24hrs Ambulance Service

Saimum Oxy Plant

Waste Water Treatment Plant

Celebrating Excellence

BCS Health Cadre

Dr. Mim Khanam
BMC : 1

Dr. Md. Saidul Islam
BMC : 3

Foreign Graduate

Dr. Md. Jahiruddin SK
BMC : 6

Dr. Umar Ali
BMC : 6

Dr. Bushra Dyer
BMC : 7

Dr. Nowreen Mushtaq
BMC : 7

Foreign Graduated of BMC Successfully Passed the FMGE (Foreign Medical Graduate Examination)

Celebrating Excellence

Who have passed FCPS part one-

- Dr. Shipra Rani Das — Medicine — BMC : 1
- Dr. Shaila Akter — Obstetrics & Gynae — BMC : 1
- Dr. Liton Sarkar — Paediatrics — BMC : 1
- Dr. Irin Akter — Obstetrics & Gynae — BMC : 1
- Dr. Maliha Islam Annesha — Obs & Gynae — BMC : 1
- Dr. Pabel Ahmed — Medicine — BMC : 2
- Dr. Israt Jahan Tanjida — Oncology — BMC : 2
- Dr. Eshti Binte Alam — Nephrology — BMC : 2
- Dr. Afroza Akter Nipa — Obs & Gynae — BMC : 2
- Dr. Md. Emdadul Haq Chowdhoury — Paediatrics — BMC : 2
- Dr. Md. Saidul Islam — Rhamatology — BMC : 3
- Dr. Shajib Ahmed — Surgery — BMC : 3
- Dr. Md. Abdullah Al Mahedi — Cardiology — BMC : 3
- Dr. Humayun Kabir — Cardiology — BMC : 3
- Dr. Prasan Jeet Chandra Das — Surgery — BMC : 3
- Dr. Jesmin Akter — Paediatrics — BMC : 3
- Dr. Sathi Akter — FCPS Part-I (Obs & Gynae) — BMC : 3
- Dr. Sumaiya Rahman — FCPS Part-I (Obs & Gynae) — BMC : 3
- Dr. Prsanta Tarafdar — Cardiology — BMC : 4
- Dr. Moumita Das — Obstetrics & Gynae — BMC : 4
- Dr. Tushar Das Rupak — Surgery — BMC : 4
- Dr. Sumaya Akter — Obstetrics & Gynae — BMC : 4
- Dr. Tabassom Soltana — Obstetrics & Gynae — BMC : 4
- Dr. Aktaruzzaman — Paediatrics — BMC : 4
- Dr. Md. Moinuddin — Paediatrics — BMC : 4
- Dr. Md. Monir Hossain — Surgery — BMC : 4
- Dr. Tabassum Tanzoom — Obs & Gynae — BMC : 4
- Dr. Sabiha Akter Sifat — Radiology & Imaging — BMC : 4
- Dr. Nima Begum — Obs & Gynae — BMC : 5
- Dr. Bir Mohammad Sonet — Medicine — BMC : 5
- Dr. Tasnim Ahmed — Medicine — BMC : 5
- Dr. Tazry Akter — Obs & Gynae — BMC : 5
- Dr. Saiful Islam — FCPS Part-I (Medicine) — BMC : 3
- Dr. Md. Bayezid Miah — FCPS Part-I (Medicine) — BMC : 3
- Dr. Zarin Tasnim — FCPS Part-I (Radiology & Imging) — BMC : 3
- Dr. Umme Zerin Syera — FCPS Part-I (Medicine) — BMC : 6

Who have passed MD/MS Residency Admission Program-

- Dr. Kazi Md. Khairul Auvi — Cardiology, FCPS: Part-I (Medicine) — BMC : 1
- Dr. Tamanna Begum — Obstetrics & Gynae — BMC : 1
- Dr. Fakhrul Islam — General Surgery — BMC : 2
- Dr. Tanny Roy — Biochemistry — BMC : 2
- Dr. Md. Asaim — Ortho — BMC : 3
- Dr. Abdullah Al Ashem — Cardiac Surgery — BMC : 3
- Dr. Umme Hani — Anaesthesiology — BMC : 3
- Dr. Md. Mehedi Hasan Redoy — General Surgery — BMC 03

Who have passed Diploma/M.Phil-

- Dr. Piash Hossen Sujan — Ortho — BMC : 1
- Dr. Md. Abu Bakar — Cardiology — BMC : 1
- Dr. Asim Paul — Ortho — BMC : 1
- Dr. Sheikh Mussabbri Hossain — Anaesthesiology — BMC : 1
- Dr. Rifat Al Abedin — Anaesthesiology — BMC : 1
- Dr. Hossain Alamin — Anaesthesiology — BMC : 1
- Dr. Nur Jannat — Ophthamology — BMC : 1
- Dr. Md. Faisal Bin Hayder — Anaesthesiology — BMC : 1
- Dr. Yeasmin Sultana — Anaesthesiology — BMC : 3
- Dr. Md. Mehedi Hasan — Otolaryngology — BMC : 3
- Dr. Maleka Chowdhury — Medical Radio Diag. — BMC : 3
- Dr. Md. Sumit Hasan — Diploma (Child Health) — BMC : 4
- Dr. Sharmin Sultana — Diploma (Dermatology & Venereology) — BMC : 4

Recognised by
BM&DC, MCI & ECFMG

BMCH Complex Map

ESTD : 2010

Contact Details :

Brahmanbaria Medical College
+880 1733-382317, +880 1733-382348
bbariamedicalcollege@gmail.com
bmchbd.com